তারিখ . . 09 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ......

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষাঙ্গন হোক র‍্যাগিংমুক্ত

কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সিনিয়র শিক্ষার্থীরা নবীন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার নামে যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে থাকে তাই 'র‍্যাগিং' নামে পরিচিত। উইকিপিডিয়া ঘাঁটলে দেখা যায়, র‍্যাগিং প্রথমে ব্রিটেনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শুরু হলেও উপমহাদেশে এখন তা প্রবলভাবে চর্চা করা হচ্ছে। মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এই সমস্যায় বেশি জর্জরিত। একজন নবীন শিক্ষার্থী যখন র‍্যাগিংয়ের শিকার হয় তখন সে মানসিকভাবে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে যা তার শিক্ষা ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। র‍্যাগিংয়ের সময় শিক্ষার্থীদের নানাভাবে অপমান করা হয়। অনেক শিক্ষার্থী এই অপমান সহ্য করতে না পেরে শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে চলে যায় আবার অনেকে বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। আর এভাবেই উচ্চশিক্ষার পথে পা রাখতেই শেষ হয়ে যায় অনেক জীবন।

এখন চলছে নভেম্বর মাস। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্নাতক ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হবে। আর তখনই শুরু হবে র‍্যাগিং নামক অপসংস্কৃতির চর্চা। নবীন শিক্ষার্থীরা অনেক স্বপ্ন নিয়ে দেশের এই উচ্চবিদ্যাপীঠগুলোতে ভর্তি হয়। আর এই বিদ্যাতীর্থগুলোতে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে তারা প্রথমে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হলো 'র‍্যাগিং'। আমাদের দেশে সিনিয়র শিক্ষার্থীরা নবীন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলার নামে তাদের ওপর নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। এতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিনিয়রদের সম্পর্কে নবীনদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে হলে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই এই র‍্যাগিং নামক অপসংস্কৃতির বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে এবং প্রয়োজনে এই বিষয়ে আইন তৈরি করতে হবে।

জাবেদ আহমদ,
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট